বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ

সম্পাদক
আজহারউদ্দীন খান্
উৎপল চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ
মেদিনীপুর

বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদন-পর্ষৎ

ডঃ অনিমেষকান্তি পাল, অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, নিশিকান্ত মাইতি, ডঃ বিষ্ণু বসু, ডঃ শ্যামাপদ পাল, সুকুমার ভট্টাচার্য সুনীলকুমার ঘোষ ॥

প্রকাশকাল

আশ্বিন ১৩৭১

প্রাপ্তিস্থান

১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

১৩৩ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯

কুড়ি টাকা

সোয়াঙ্গ কম্পাউণ্ড মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজের পক্ষে উৎপল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং মেদিনীপুর প্রেস মীরবাজার হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয় সূচী

বি দ্যা সা গ র ৭

ভূমিকা

বিদ্যাসাগরের কাল, জীবন ও কর্মকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি নিবন্ধ এই সংকলন-গ্রন্থে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও "বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ" একান্তভাবে বিদ্যাসাগর বিষয়ক গ্রন্থ নয়। নামেই গ্রন্থটির পরিচয়; প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ বিদ্যাসাগরের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত পঁয়ত্রিশজন বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালীর পঁয়ত্রিশটি নিবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থ। নিবন্ধগুলি বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের নানা সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। সংকলন-কর্তাদের এই বুদ্ধির প্রশংসা করি। আমার ধারণা, এই ধরণের স্মৃতি-তর্পণে বিদ্যাসাগরের আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে। বিদ্যাসাগর আজীবন ব্রতী ছিলেন বাঙ্গালী-মানসের, বাঙ্গালী-চরিত্রের সংস্কার ক্রিয়ায়, তার বোধের উদয় থেকে বুদ্ধির ঐহিক পরিণতি পর্যন্ত, এবং সবটাই বুদ্ধি ও যুক্তির উজ্জ্বল আলোকে। কোনো অলৌকিক শক্তি ও যুক্তির উপর তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলিও বুদ্ধি ও যুক্তি-নির্ভর, ঐতিহ্য ও ইতিহাসাশ্রয়ী এবং তা' বাঙ্গালী জীবনের, বাঙ্গালীর বহমান সংস্কৃতির কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে। যে-সুতোয় এই নিবন্ধমালা গাঁথা হয়েছে তা' এই সুতোয়; তা নইলে বিষয়ের দিক থেকে আর কোনো যোগসূত্র ঐ মালায় নেই। তা' না থাকুক; তবু, একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যাঁরা যে বিষয়ে লিখেছেন সেই বিষয়ে তাঁরা অনুরাগী ও অভিজ্ঞ, এবং বাঙ্গালী জীবন ও সংস্কৃতি তাঁদের শ্রদ্ধেয় অনুশীলনের বস্তু।

মেদিনীপুর মফঃস্বল শহর যে-শহর ও শহরবাসী শিক্ষিত জনসাধারণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষা ও পূজায় আগ্রহশীল। "বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ" তাঁদের এই শ্রদ্ধা ও আগ্রহের অন্যতম প্রমাণ। এ-ধরণের সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনায় অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন, কাজটা সহজ নয়। গ্রন্থের পরিকল্পনা, নিবন্ধ সংগ্রহ, মুদ্রণ প্রকাশন ইত্যাদি ব্যাপারে স্থানীয় বিদ্যাসাগর সারস্বত সমাজ যে উদ্যোগ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তা সাধুবাদযোগ্য।

আমার একান্ত আশা ও বিশ্বাস, এই নিবন্ধমালা বাঙ্গালী বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদর লাভ করবে। যে কাজটি এই সূত্রে করা হলো, সন্দেহ নেই, এটি বিদ্যাসাগরের প্রিয় কাজ; প্রিয় কাজ করাই তো প্রিয়জনের প্রীতি উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায়, আর সেই প্রীতি উৎপাদনই তো শ্রেষ্ঠ পূজা।

কলকাতা
আশ্বিন ১৩৭১

নীহাররঞ্জন রায়

সম্পাদকীয়

বিদ্যাসাগর স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করতে বছর তিনেক দেরী হয়েছে। প্রথমত, এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে স্বাভাবিক দেরী হয়েই থাকে কেননা পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলনগ্রন্থ এটি নয়। দ্বিতীয়ত, দেশ-বিদেশের শতাধিক লেখক নির্বাচিত করে তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম এবং লেখা পাঠাবার একটা তারিখও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সবার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। যাঁরা সাড়া দিলেন তাঁরা কেউই নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রচনা পাঠাতে পারেননি। ইচ্ছে ছিল প্রাপ্ত রচনাগুলিকে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে দেব। কিন্তু তা হল না কারণ তা করতে গেলে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। সেজন্যে কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে শেষ পর্যন্ত নিজেদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হয়েছে। যে সময়ে যেভাবে লেখা পেয়েছি সেইভাবে পর পর প্রেসে লেখা দিয়েছি। তৃতীয়ত, মফঃস্বল থেকে ছাপা হয়েছে। টানা কাজ রেখে মরশুমী কাজের প্রতি প্রেসের সর্বাধিক আকর্ষণ থাকে এজন্যেও কিছু বিলম্ব ঘটেছে।